আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রচার বিভাগ
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?	০৫
আদমের পৃথিবীতে অবতরণ	০৫
ইবলীসের বিতাড়ন	০৬
আল্লাহ্র দাসত্বের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়	০৭
‘আহদে আলাস্ত	০৯
কেন চাই?	১০
দু’টি দর্শনের সংঘাত	১০
চারটি বাধা; প্রথম বাধা তার পরিবার	১১
দ্বিতীয় বাধা হ’ল সমাজ	১২
তৃতীয় বাধা হ’ল প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মনেতাগণ	১২
চতুর্থ বাধা হ’ল রাষ্ট্র	১৬
কিভাবে চাই?	১৭
চার ধরনের প্রচেষ্টা	১৯
এক নযরে আহলেহাদীছ	২৩

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

আলহামদুলিল্লাহ। কর্মীদের বহুদিনের দাবী পুরণ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। কোন সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি পরিষ্কারভাবে জানা না থাকলে মানুষ সে ব্যাপারে অন্ধকারে থাকে। তাই আমরা লিখিতভাবে বিষয়টি জনগণের নিকট তুলে ধরলাম। যদিও ইতিমধ্যেই আমাদের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি সবার নিকটে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং সেটাই প্রকৃত বিষয়, যা জনগণের হৃদয়পটে অংকিত থাকে।

মূলতঃ সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের মহতী লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এবং পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যাত্রা শুরু করে। এর 'গঠনতন্ত্র' ও 'কর্মপদ্ধতি' লিখিত আকারে মওজূদ রয়েছে। এক্ষণে কিছুটা বিস্তৃত আকারে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?** শিরোনামে বিষয়টি উপস্থাপিত হ'ল। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন!

প্রকাশক
কেন্দ্রীয় কমিটি
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী
১০ই আগষ্ট ২০১৭ বৃহস্পতিবার

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده..

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’
কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?

প্রশ্ন : আমরা কি চাই?

উত্তর : আমরা আমাদের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত তথা আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

প্রশ্ন : কেন চাই?

উত্তর : ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য এটা চাই।

প্রশ্ন : কিভাবে চাই?

উত্তর : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবীগণের তরীকায় আমরা এটা চাই।

ব্যাখ্যা :

১. পৃথিবীতে মোটামুটি চার ধরনের মানুষ বসবাস করে। (১) আল্লাহকে মানে ও তাঁর বিধানকে মানে। যেমন ছাহাবায়ে কেরাম ও যুগে যুগে একনিষ্ঠ মুমিনগণ। (২) আল্লাহকে মানে, কিন্তু তার বিধানকে মানে না। যেমন আবু জাহ্ল ও যুগে যুগে তার অনুসারী মুশরিকবৃন্দ। (৩) আল্লাহকে মানে এবং তার বিধানের কিছু মানে, কিছু মানে না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও যুগে যুগে তার অনুসারী মুনাফিক ও ফাসেকবৃন্দ। (৪) আল্লাহকে মানে না। তার বিধানকেও মানে না। যেমন যুগে যুগে কাফের ও নাস্তিক বৃন্দ।

আদমের পৃথিবীতে অবতরণ :

আল্লাহ আদম-হাওয়াকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ

Contents

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- '..তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'। 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

ইবলীসের বিতাড়ন :

ইবলীসকে পৃথিবীতে বিতাড়নের সময় তার প্রার্থনা মোতাবেক আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করার অনুমতি দেন এবং বলেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৪২)*। তিনি আরও বললেন, قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ- 'তবে এটাই সত্য। আর আমি সত্যই বলে থাকি'। 'তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই' *(ছোয়াদ ৩৮/৮৪-৮৫)*।

বস্তুতঃ তখন থেকেই চলছে শয়তানী প্রলোভন থেকে মুক্ত আল্লাহ্র অনুগত খাঁটি বান্দাদের বাছাই প্রক্রিয়া। সেজন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর বাণী ও বিধানসহ নবীগণকে পাঠিয়েছেন মানুষকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখার জন্য। কিন্তু শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে থাকে।

প্রকৃত ঈমানদারগণ সর্বদা শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকেন ও আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকেন। শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে তারা পা দেন না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী, কপট বিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসী লোকেরা হয় শয়তানের লোভনীয় শিকার। শেষোক্ত তিন প্রকারের লোকেরা সর্বদা প্রথমোক্ত মোখলেছ

Contents

বান্দাদের দুশমন হয়। এরা সর্বদা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। এরাই হ'ল আল্লাহ্র ভাষায় কাফের, মুনাফিক ও ফাসেক শ্রেণী বা তাদের অনুগামী। এরাই সমাজে সকল অশান্তি ও ভাঙ্গনের জন্য দায়ী। আল্লাহ্র দাসত্বের অর্থ ও সারবত্তা এরা বুঝে না। যদিও তারা আল্লাহকে স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ– 'যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ বিষয়ে জানে না' *(লোকমান ৩১/২৫)*।

অর্থাৎ ওরা 'সৃষ্টিকর্তা' হিসাবে আল্লাহকে মানে। কিন্তু তাঁর বিধান মানতে চায় না। অথচ আল্লাহকে স্বীকৃতির অর্থই হ'ল তাঁর বিধান সমূহ মেনে চলা ও সর্বাবস্থায় তাঁর দাসত্ব করা। দুনিয়াতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হ'ল সেটা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে 'তাওহীদে ইবাদত' প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আল্লাহ্র দাসত্বের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়

আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ– (الشورى ١٣)–

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি

Contents

মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাক, তা তাদের কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আর তিনি পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়' *(শূরা ৪২/১৩)*।

নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এটি ছিল মুশরিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয়। কেননা এতে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বিঘ্নিত হয়। আজও সেটি অব্যাহত রয়েছে।

অত্র আয়াতে 'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর' অর্থ তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা কর। অর্থাৎ ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ, ইক্বামতে হুকূমত নয়। যেমনটি আধুনিক যুগের কোন কোন মুফাসসির ধারণা করেছেন। কেননা কোন নবীই হুকূমত প্রতিষ্ঠার জন্য বা ক্ষমতা লাভের জন্য দাওয়াত দেননি। বরং সকলেই শিরকের স্থলে তাওহীদের আলোকে সমাজ সংশোধনের দাওয়াত দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাওহীদ এককভাবে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু হুকূমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সর্বাবস্থায় শর্ত নয়। তবে সেজন্য আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের মাধ্যমে জনমত গঠন করা সর্বাবস্থায় যরূরী। কেননা সার্বিক জীবনে পূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সহায়ক শক্তি। এজন্য মুসলিম রাজনীতিক ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ অবশ্যই তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন। নইলে আখেরাতে দায়ী হবেন।

আলী (রাঃ)-কে হত্যাকারী খারেজী চরমপন্থীরা বলেছিল, لاَ حُكْمُ إِلاَّ للهِ 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই'। জওয়াবে আলী (রাঃ) বলেছিলেন, كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ بِرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً.. أَمَّاالْفَاجِرَةُ : فَيُقَامُ بِهَا الْحُدُوْدُ وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ وَيُجَاهَدُ بِهَا العَدُوُّ وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ–

'কথা সত্য, কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে'। 'অবশ্যই মানুষের জন্য নেতৃত্ব থাকবে, ভাল হৌক বা মন্দ হৌক।.. মন্দ শাসকের মাধ্যমে দণ্ডবিধি সমূহ

চারটি বাধা

মোটামুটি ৪টি প্রধান বাধা মানুষকে তার স্বভাবধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চায়। তার পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র।

প্রথম বাধা তার পরিবার :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ 'প্রত্যেক মানব সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী বানায়, নাছারা বানায় বা অগ্নি উপাসক বানায়'...।[৩] ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, وَيُشَرِّكَانِهِ 'পিতা-মাতা তাকে মুশরিক বানায়'।[৪]

এক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান হ'ল এই যে, বাপ-মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও রীতি-নীতি হ'তে বিরত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفـــاً 'যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেন আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*। বস্তুতঃ সন্তানের দুনিয়াবী মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি আল্লাহ্র বিধান মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত কায়েম করা ভবিষ্যৎ সুসন্তান ও সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য একান্তভাবেই যরূরী। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এজন্য নিয়মিত ব্যক্তি প্রশিক্ষণ ছাড়াও 'সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমের' কর্মসূচী রেখেছে। যেখানে মা-বোনেরা নিজ গৃহে দ্বীনের তা'লীম নিতে পারেন। তাছাড়া শৈশবে 'সোনামণি' সংগঠনের মাধ্যমে ছোট্টমণিদেরকে

৩. বুখারী হা/১৩৫৯; মুসলিম হা/২৬৫৮ (২২); মিশকাত হা/৯০ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।
৪. মুসলিম হা/২৬৫৮ (২৩) 'তাক্বদীর' অধ্যায় ৬ অনুচ্ছেদ।

অতঃপর তোমরাও তা হারাম গণ্য কর এবং তারা কি ঐ বস্তুকে হালাল করে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। অতঃপর তোমরাও তা হালাল গণ্য কর'। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৫]

ইবনু আব্বাস ও যাহহাক বলেন, إِنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ، وَلَكِنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا– 'ইহূদী-নাছারাদের ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিত এবং লোকেরা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ ঐসব আলেম, সমাজনেতা ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৬]

বস্তুতঃ বর্তমান যুগেও কথিত ধর্মনেতাদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার সামনে মানুষ অন্ধের মত মাথা নীচু করছে। জায়েয-নাজায়েয, সুন্নাত-বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি অনেক সময় হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপর। কখনও বা স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে জাল হাদীছ তৈরী করে শুনানো হচ্ছে। কখনও বা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনও বা নিজেদের স্বার্থে কোন হাদীছকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। এরা মারা গেলে একদল লোক তাদের কবর পূজা করছে। তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি কামনা করছে। তাদের কবরে নযর-মানত করছে। সেখানে পয়সা দিয়ে বিপদাপদ থেকে মুক্তি চাচ্ছে। সেখানে ওরসের জমজমাট মেলা চালু করছে। তাদের কবরগুলিকে সমাধি সৌধ বানিয়ে সেগুলিকে তীর্থস্থানে পরিণত করছে। এভাবে এই সব ধর্মনেতাগণ জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও তাদের ভক্ত অনুসারীদের নিকট রীতিমত 'রব'

৫. তাফসীর ইবনে জারীর হা/১৬৬৩২; তিরমিযী হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩।
৬. তাফসীর ইবনু জারীর হা/১৬৬৩০, ১৬৬৪১।

করে যাচ্ছেন। এভাবে ইহূদী-নাছারা নেতাদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর সেদিনের ভর্ৎসনাবাণী আজ মুসলিম নেতাদের হাতেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। অথচ জাতির পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চলার মধ্যে।

চতুর্থ বাধা হ'ল রাষ্ট্র :

বিগত যুগে ইবরাহীম (আঃ)-কে বাধা দিয়েছিলেন ইরাকের সম্রাট নমরূদ। তার লোকেরা বলেছিল, حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। মূসা (আঃ)-কে বাধা দিয়েছিল মিসরের সম্রাট ফেরাঊন। তিনি তার লোকদের বলেছিলেন, '(মূসা ও হারূণ) তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি রহিত করতে চায়' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। তিনি আরও বলেছিলেন, مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ 'আমি যা বুঝি সেদিকেই তোমাদের পথ দেখাই। আর আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। যাকারিয়া ও তৎপুত্র ইয়াহইয়া (আঃ) নিহত হয়েছিলেন সে যুগের সম্রাট কর্তৃক। ইহূদীদের চক্রান্তে ঈসা (আঃ)-কে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁর যুগের সম্রাট। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে ছাড়াও মোট ১৪ বার গোপনে হত্যাপ্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁর যুগের সমাজনেতারা। তারা রাসূল (ছাঃ)-কে মিথ্যা বলেনি। বরং তারা আনীত কুরআনী বিধানকে অস্বীকার করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ 'বস্তুতঃ ওরা তোমাকে মিথ্যা বলে না। বরং এইসব যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*। এজন্য তারা বলেছিল, ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ 'এই কুরআন বাদ দিয়ে তুমি অন্য কুরআন নিয়ে আস অথবা

এটাকে পরিবর্তন করে আনো'। জবাবে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ নির্দেশ দেন, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 'তুমি বল যে, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি এক ভয়ংকর দিবসের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*।

বস্তুতঃ যুগে যুগে সত্যসেবীদের বিরুদ্ধে এই নীতিই চলে আসছে। মুসলিম উম্মাহর যুগসংস্কারকগণের মধ্যে কঠিন রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হ'তে হয়েছে অসংখ্য তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ছাড়াও ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল এবং তাঁদের পরে ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী, ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম ও যুগে যুগে তাঁদের অনুসারী যুগসংস্কারক মনীষীগণকে, যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

৩। কিভাবে চাই?

জাতির এই সার্বিক ভাঙ্গন দশা প্রতিরোধ আমরা কিভাবে করতে চাই। বিভিন্ন পণ্ডিত ও তাদের অনুসারী দলসমূহ স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এর জবাব দিয়ে থাকেন এবং সে অনুযায়ী তারা কাজ করে থাকেন। পৃথিবীর মানুষ রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে রাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের পরীক্ষা নিয়েছে। যদিও তা মানবতার কল্যাণের পরিবর্তে কেবল অকল্যাণই বৃদ্ধি করেছে, লাখ-কোটি মানুষের জান-মাল ও ইযযতের বিনিময়ে। তারা পৃথিবীর অন্যান্য জনপদেও এগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উপরোক্ত সকল মতবাদের সার-নির্যাস হ'ল, মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও কল্পনা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং তার চিন্তাধারা কখনোই আবেগমুক্ত নয়। ফলে উক্ত মতবাদ সমূহের কোনটাই মানুষের স্বভাবধর্মের কাছাকাছি যেতে পারেনি। সেকারণ সবগুলি মতবাদই ব্যর্থ হয়েছে। তবুও স্বার্থবাদীরা জেঁকে